The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-7 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century**, **3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

আহমাদ শাওকী এর কবিতা: বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পঠন-পাঠন পদ্ধতি বিশ্লেষণ

[Poem's of Ahmad Shawqi: Discussion on Teaching-Learning Method at Tertiary Level]

Dr. Muha. Belal Hossain
Professor, Department of Arabic, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-7
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 05 February 2025
Received in revised: 08 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Ahmad Shawqi, Teaching, Poems, Learning, Method.

ABSTRACT

Ahmad Shawqi is one of the greatest poets of the modern era. He was born in 1868 in Cairo, the capital of Egypt, into a noble Muslim family. He possessed a unique talent. He played a pioneering role in the modernization of Arabic poetry. His extraordinary talent and strong poetic style have created a renaissance in Arabic poetry. His poetry has introduced Arabic literature to the world literature in a new image. He has three unique poetry collections: such as الشوقيات Ash-Shawqiyyat), which is completed in four chapter's ديوان الأطفال (Diwan al-Atfal), which is a collection of children's thoughtful poems and العرب وعظماء الإسلام Duwal al-Arab WA 'Uzama al-Islam) which contains the history of Islam and biographies of Muslim scholars. In addition to his oral works, he has several translated poetry books. All the themes of Arabic poetry are reflected in his poems. As in other countries, Ahmad Shawqi's poetry is included in the curriculum of Arabic departments at the university level in Bangladesh. The current universities in Bangladesh also have guidelines for its study in the O B.E. curriculum. This article aims to analyze the methods of studying Ahmad Shawqf's poems at the university level. In addition, a proposal for an effective method will be presented.

ভূমিকা

আধুনিক আরবী কাব্যধারার ইতিহাসে যে ক'জন কবি উজ্জ্বলতার প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আহমাদ শাওকী (১৮৬৮-১৯৩২) অন্যতম। তিনি শুধু একজন প্রতিভাবান কবি নন, বরং একবিংশ শতাব্দীর পূর্বপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আরবী কবিতাকে একটি নতুন রূপ, দিশা ও দৃষ্টিভঙ্গি উপহার দিয়েছেন। তাঁর কাব্যচর্চা ও সাহিত্যকীর্তি আরবী ভাষা ও সাহিত্য জগতে এক বিশাল প্রভাব বিস্তার করেছে। তিনি আরবী কবিতার গৌরবময় ঐতিহ্যকে ধারণ করে আধুনিক যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন উপাদানে সমৃদ্ধ করেন। এজন্যই আরবী সাহিত্য জগতে তাঁকে أمير الشعراء উপাধিতে সম্মানিত করা হয়। এ উপাধি তাঁর সাহিত্যকর্মে জাতিগত চেতনা, ইসলামী মূল্যবোধ, ইতিহাস-সচেতনতা ও নৈতিকতার প্রতিচ্ছবির স্বীকৃতি বহন করে। কবির কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে সমাজ ও রাষ্ট্রের বাস্তবতা, ঐতিহ্যের গৌরব, জাতীয় পরিচয় এবং মানবিক মূল্যবোধ। তিনি তাঁর লেখনীতে ইতিহাস, ধর্ম, নৈতিকতা ও সংস্কৃতিকে শৈল্পিকভাবে সংমিশ্রিত করেছেন, যা পাঠকের বৌদ্ধিক ও নৈতিক চেতনার জাগরণ ঘটাতে সক্ষম। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাক্রমে সাহিত্য পাঠের প্রধান উদ্দেশ্য কেবল সাহিত্যিক উপাদান বিশ্লেষণ করা নয়, বরং ভাষার সুক্ষ্মতা উপলব্ধি, নান্দনিক চিন্তাশীলতা বিকাশ, মানবিক বোধ ও মূল্যবোধ জাগ্রত করাও এর অন্যতম লক্ষ্য। আরবী সাহিত্যের প্রাচীন ঐতিহ্য ও আধুনিক ধারা সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্ট অর্জনের জন্য আহমাদ শাওকীর কবিতা একটি শক্তিশালী পাঠ্য উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তাঁর কবিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ভাষাগত নৈপূর্ণ্য, নৈতিক প্রজ্ঞা ও ঐতিহাসিক বোধ জাগিয়ে তুলতে বিশেষ সহায়ক। এই প্রবন্ধে আমরা আহমাদ শাওকীর জীবন পরিক্রমা ও কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তাঁর কাব্যচর্চা শিক্ষার্থীদের মননশীলতা, মূল্যবোধ এবং আরবী সাহিত্যপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে পারে সেটির চমৎকার ব্যাখ্যা দেওয়া হবে।

নাম ও বংশ পরিচয়

কবির প্রকৃতি নাম আহমাদ শাওকী, পিতার নাম আলী ইবন আহমাদ শাওকী, দাদার নাম আহমাদ শাওকী বেগ। দাদার নামের সাথে মিল রেখে কবির এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।[১] তাঁর দাদা ছিলেন কুর্দী বংশোদ্ভূত। তিনি মুহাম্মাদ আলী পাশার (১৮০৫-১৮৪৮ খ্রি.) শাসনামলে মিসরে আগমন করেন এবং তৎকালীন শাসকের দরবারে আমন্ত্রিত হন। মুহাম্মাদ আলী পাশা তার বিচক্ষণতায় মুগ্ধ হন এবং সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেন। এ সময় শারকাসী বংশদ্ভোত

এক সম্ভ্রান্ত মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এখানে কবির পিতা ‘আলী ইবন আহমাদ শাওকীর জন্মগ্রহণ করেন। কবির নানা ছিলেন তুর্কী বংশোদ্ভূত। তিনি ইবরাহীম পাশার শাসনামলে মিসরে আগমন করে তিমযার নাম্নী এক গ্রীক দাসীকে বিয়ে করেন। এখানেই কবির মাতার জন্ম হয়। এভাবে কবির ধমনীতে সংমিশ্রিত রক্তধারা প্রবাহিত ছিল।[২] প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হান্না আল ফাখূরী বলেন, وقد امتزجت فى دامه عناصر ثلاثة هى العربية والتركية و اليونانية ‘কবির রক্তে তিনটি উপাদানের সংমিশ্রণ রয়েছে, তাহলো আরবী, তুর্কী ও গ্রীক।’[৩] আহমাদ আল ইস্কান্দারী বলেন, কবির ধমনীতে চার ধরণের রক্ত মিলিত হয়। যেমন বাবা কুর্দী, মা তুর্কী, দাদী শারকাসী এবং নানী গ্রীর্ক বংশোদ্ভূত।[৪] ড. শাওকী দায়ফ বলেন, কবির ধমনীতে পাঁচ ধরণের রক্ত মিলিত হয়। যেমন ‘আরবী, তুর্কী, গ্রীক, কুদী ও শারকাসী।[৫]

জন্ম ও শৈশবকাল

কবির জন্ম সাল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। ড. শাওকী দায়ফ বলেন, আহমাদ শাওকী খেদীভ ইসমাঈল পাশার (১৮৬৩-১৮৭৯ খ্রি.) শাসনামলে ১৩৬৮ খ্রিষ্টাব্দে মিসরের রাজধানী কায়রোতে সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।[৬] হান্না আল-ফাখূরী বলেন, ‘আহমাদ শাওকী ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে মিসরের কায়রোতে জন্ম গ্রহণ করেন।’[৭] ঐতিহাসিক আহমাদ কাবিবশ বলেন, তিনি ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে মিসরের রাজধানী কায়রোতে এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।[৮] মাত্র ৩ (তিন) বছর বয়সে কবি মাতাকে হারিয়ে এ পৃথিবীতে মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হন। কবির পিতা ‘আলী ইবনু আহমাদ শাওকীর অমিতব্যয়ী জীবনযাত্রার ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পিতৃসম্পত্তি অল্প দিনেই শেষ হয়ে যায়। ফলে কবির বেড়ে ওঠায় দারূণ ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। এ সময় কবির মাতামহ ‘তিমযা’ তাকে দেখাশুনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মাতামহ তৎকালীন সময়ে খেদিভ ইসমাঈল পাশার রাজদরবারের পরিচারিকা ছিলেন। এ সুবাদে কবি রাজপ্রাসাদের আনন্দ মুখর পরিবেশে বেড়ে উঠেন।[৯] বাল্যকালে রাজপরিবারে কবির বেড়ে উঠা নিয়ে ঐতিহাসিক আহমাদ হাসান আয যাইয়াত এভাবে বর্ণনা করেন,

> ولقد كان أبوه متلا فا فأهلك ما ورث عن أبيه فكفلته فى المهد جدته لأمه وكانت إحدى وصائف القصر فى عهد إسماعيل.[১০]
>
> ‘তাঁর (কবির) পিতা অবহেলিত ছিলেন এবং তিনি তার পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যা পেয়েছিলেন তা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তাই বাল্যকালে মাতামহী তাঁর (কবির) লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর তিনি খেদিভ ইসমাঈল পাশার শাসনামলে রাজদরবারের গৃহ পরিচারিকা ছিলেন।’

শিক্ষা জীবন

আহমাদ শাওকী বাল্যকাল থেকেই প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি অল্প বয়সে লেখাপড়া আরম্ভ করেন। তিনি চার বছর বয়স থেকে কায়রোর শায়খ সালিহ নামক মক্তবে যাতায়াত করতেন। এরপর তাকে *মাদরাসাতুল মুবতাদিয়াহ*-এ ভর্তি করানো হয়। এখানের পাঠ গ্রহণ শেষে তাকে *আল মাদরাসাতুত তাজহীযিয়্যাতে* স্থানান্তরিত হয়।[১১] কবির বয়স যখন পনেরো বছর তখন তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে পিতার নিদের্শনায় ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে আইন কলেজে ভর্তি হন। দু’বছর অধ্যয়ন শেষে ১৮৮৭ সালে তিনি অনুবাদ বিভাগ থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেন। এ সময়ে তাঁর মধ্যে প্রগাঢ় কাব্যানুরাগ সৃষ্টি হয় এবং তখন থেকে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা রচনা করেন। আইন কলেজে অধ্যয়নকালে আরবী সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক শায়খ মুহাম্মাদ বসয়ূনীর সাথে তাঁর সুসম্পর্ক গড়ে উঠে।[১২] ইতিমধ্যে কবি আহমাদ শাওকীর অসাধারণ মেধা, যোগ্যতা ও পাণ্ডিত্যের খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ খবর তৎকালীন শাসক খেদিভ তাওফিক পাশার কাছে পৌছালে তিনি কবিকে রাজদরবারে ডেকে নেন এবং ১৮৮৭ সালে নিজ দায়িত্বে কবিকে আইন শাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য ফ্রান্সে প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি (Montpelier) মনপ্লিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে দু’বছর আইন বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। এখানে অধ্যয়নকালীন সময়ে তিনি লন্ডন ও ফ্রান্সের বিভিন্ন শহর ঘুরে বেড়ান এবং সেখানকার যাদুঘর ও সভ্যতা-সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রাচীন নিদর্শন পর্যবেক্ষণ করেন। অবশেষে তিনি তুরস্কের শিল্প ও সাহিত্য সমৃদ্ধ শহর ইস্তাম্বুল হয়ে ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে মিসরে প্রত্যাবর্তন করেন।[১৩]

কর্মজীবন

কবি ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে মিসরে ফিরে এসে রাজপ্রসাদে চাকুরী গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে খেদিভ তাওফিক পাশা ইন্তিকাল করেন এবং তারই পুত্র ‘আব্বাস হিলমী (দ্বিতীয় ‘আব্বাস) স্থলাভিষিক্ত হন। দ্বিতীয় ‘আব্বাস প্রথমে কবিকে গুরুত্ব না দিলেও তাঁর অসাধারণ কর্মদক্ষতা কাছে আনতে সাহায্য করে। অল্প দিনের মধ্যে তাদের সুসম্পর্ক গড়ে উঠে এবং শাওকীকে সভা কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন। কবি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রাসাদের প্রশংসা গেয়ে কবিতা আবৃত্তি করতেন। অল্পদিনের মধ্যে প্রাসাদে সকলের আস্থা অর্জনে সমর্থ হন। দ্বিতীয় আব্বাস কবির প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ইউরোপীয় দপ্তরের মহাপরিচালক নিযুক্ত করেন। এ সময়ে তিনি খেদীভ প্রশাসনকে বিভিন্ন বুদ্ধি ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেন। এভাবে তিনি তাঁর জীবনের প্রোজ্জ্বল অধ্যায়ের বিশটি বছর রাজপ্রসাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।[১৪] তিনি তাঁর কাব্যশক্তির প্রায় পুরোটাই কেবল প্রাসাদের পরির্চযায়। কাজে লাগান। তবে চাকুরী জীবনের দায় ও সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তাকে কখনো কখনো জাতীয় ও ধর্মীয়

চেতনা নিয়েও কবিতা রচনা করতে দেখা যায়। ১৮৯৪ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ সম্মেলনে খেদিভ আব্বাস **كبار الحوادث في وادي** নামক কবিতাটি আবৃত্তি করেন। এতে মিসরের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, ঐতির্য্য ও শিল্পকলা স্থান পেয়েছে।[১৫] এ সময় রাজপ্রসাদের সাথে সুসম্পর্কের ফলশ্রুতিতে অভিজাত এক বিত্তশালী বংশের মেয়ের সাথে কবির বিয়ে হয়। স্ত্রী তার পিতার অনেক ধন-দৌলত নিয়ে আসেন। প্রাচুর্য আর আর্থিক স্বচ্ছলতার মধ্যে তাদের দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত সুখময় হয়। তাদের ঔরসে একটি কন্যা আমিনা ও দুটি পুত্র সন্তান আলী ও হোসাইন জন্ম গ্রহণ করেন।[১৬]

নির্বাসিত জীবনযাপন

১৯১৪ সালে চারিদিকে বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠে। তখন খেদিভ দ্বিতীয় আব্বাস তুর্কীস্থানে সফরে ছিলেন। তুর্কীদের সাথে তার একটা ভালো সম্পর্ক ছিল। ১৯১৫ সালে তুর্কী ও জার্মানীদের সাথে সখ্যতার কারণে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন এবং হোসাইন কামিলকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। কবি হোসাইন কামিলের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। এ সময় কবিতার মাধ্যমে ইংরেজদের প্রতি নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে দেশের সর্বস্তরের জনতাকে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। গনজাগরণে উৎসাহ প্রদান ও ক্ষমতাচ্যুত দ্বিতীয় 'আব্বাসের দরবারী কবি এ দুই অভিযোগে কবিকে স্পেনে নির্বাসন দেন।[১৭] এখানে ১৯১৫ থেকে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নির্বাসিত জীবনযাপন করেন। নির্বাসনের এই সময়কাল কবির জন্য ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন থেকে বঞ্চিত হওয়া মাতৃভূমির প্রতি অগাধ ভালোবাসা থেকে দূরে থাকা তাকে আরো ব্যথিত করে। এ সময়ে তিনি আরব জাতির প্রাচীন মর্যাদা ও সমৃদ্ধ মুসলিম সভ্যতার হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার বর্ণনা করে বেশ কিছু কবিতা রচনা করেন। যা তার জন্মভূমি মিসরের প্রতি অগাধ ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।[১৮]

কবি সম্রাট উপাধিতে ভূষিত

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর মিসরের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয় এবং তৎকালীন সুলতান আহমাদ ফুয়াদের সম্মতিতে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে কবি মাতৃভূমিতে ফিরে আসেন। এ সময় রাজদরবারে অবস্থান ও দরবারী কবির ইতিপূর্বেকার ভূমিকা পরিবর্তন করে অধিকাংশ সময় একাকী অবস্থান করতেন। মিসরের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও নিজস্ব বিষয় সম্মতি দেখাশুনা করে তিনি সময় পার করতেন। গ্রীষ্মকালীন অবকাশ যাপনের জন্য কবি এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সফর করেন। এ সময় কবির জীবনে বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। তিনি রাজদরবারের পরিবর্তে জনতার কাতারে শামিল হন এবং জাতির আশা আকাঙ্খা পূরণে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলী কবিতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন।[১৯] তাঁর কবিতা সমগ্র আরব জাতির ঐক্যের মুখপত্র হিসেবে ভূমিকা পালন করে। জাতির আশা আকাঙ্খা পূরণে অনন্য ভূমিকা পালন করার কারণে তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত কবি সাহিত্যিকরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে কবির অনবদ্য কাব্যগ্রন্থ **الشوقيات** এর দ্বিতীয় মুদ্রণ উপলক্ষে রাজকীয় অপেরা হাউসে এক বিরাট সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে সকল আরব দেশের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হন এবং কবিতার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে **أمير الثعراء** বা কবিকুল সম্রাট উপাধিতে ভূষিত করেন।[২০] কবি হাফিয ইব্রাহিম তাঁর শানে একটি কবিতা আবৃত্তি করে শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দেন। কবি বলেন,

أمير القوافي قد أتيت مبايعا * وهذي وفود الشرق قد با يعت معى.[২১]

'হে ছন্দের রাজা! আমি আপনার হাতে বায়'আত গ্রহণ করতে এসেছি এবং আমার সাথে প্রাচ্য জগতের এ বিশাল দল ও আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছে।'

ইন্তিকাল

কবি আজীবন নিজেকে কাব্যচর্চায় নিয়োজিত রাখেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জ্ঞানী-গুণী, কবি-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন সুধীজন তাকে ঘিরে রেখেছিলেন। সাহিত্যের আসরে তাঁর কবিতাকে গানে রূপান্তরিত করে বহু গায়ক গায়িকা সাহিত্য প্রেমীদের মাতিয়ে রেখেছেন। তৎকালীন সময়ে কাব্য রচনায় তাঁর সমকক্ষে কেউ পৌঁছাতে পারেনি। এ সময় তিনি আরবী কাব্যাঙ্গনে নাট্যকাব্য সংযোজন করেন। অবশেষে ১৯৩২ সালের ১৩ অক্টোবর কবি আহমাদ শাওকী মিসরে রাজধানী কায়রোতে ইন্তিকাল করেন।[২২]

আহমাদ শাওকীর কাব্য প্রতিভা

আহমাদ শাওকী অসাধারণ কাব্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি আরবী কাব্য রচনায় অভিনব ধারাকে সুপ্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বলিষ্ঠ কাব্যরীতির ফলে আরবী কাব্যাঙ্গনে এক রেনেসাঁর অভ্যুদয় হয়। তাছাড়া শক্তিশালী বর্ণনারীতি ও সাবলীল ভাষা প্রয়োগে আরবী কবিতা বর্তমান বিশ্বে একটি সমৃদ্ধশালী কাব্যাঙ্গন হিসেবে পরিচিত লাভ করেছে। তিনি কবিতার

মাধ্যমে যেমন মিসরবাসীর রাজনৈতিক চিন্তা ধারার চিত্র অংকন করেছেন। তেমনি সমগ্র আরব বিশ্ব; বিশেষ করে ইরাক, লেবানন ও সিরিয়ার রাজনৈতিক অবস্থার চিত্রও স্বীয় কবিতার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। তিনি আরব জাতিগুলো সকল প্রকার মতানৈক্য ও বিভেদ ত্যাগ করে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন,

الأم الخِلَافُ بَيْنَكُمْ؟ إِلَا ما ؟ * وَهٰذِهِ ٱلضَّجَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ عَلَامَ؟
وَفِيمَ يَكِيدُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ * وَتُبْدُونَ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْخِصَامَا؟[২৩]

'কতদিন পর্যন্ত তোমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়ায় লিপ্ত থাকবে? আর কতদিন পর্যন্ত? আর তোমরা কোন বিষয়কে নিয়ে এতবেশী হৈ চৈ করতেছ? কোন কারণে তোমরা নিজেরা একে অপরের জন্য ষড়যন্ত্র তৈরী করছ? এবং কিসের জন্য তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ প্রকাশ করছ?'

আহমাদ শাওকী স্বীয় কাব্যে নবচেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে আরবী ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী করেছেন। তিনি যেমন কবিতায় ক্লাসিক্যাল রীতি ও ঐতিহ্য মেনে চলেছেন, তেমনি কবিতার ভাব ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে আধুনিকতার সুস্পষ্ট প্রবাহ সৃষ্টি করেছেন। তাছাড়া তিনি ক্লাসিক্যাল ভাবধারা ও বিষয়বস্তুর পাশাপাশি ইউরোপীয় ভাবধারা ও কাব্যরীতির আলোকে আরবী কবিতার নতুন প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এজন্যেই সনাতনপন্থী কবি অভিধার পাশাপাশি তাকে আধুনিক কবি খিতাবেও ভূষিত করা হয়।[২৪]

আধুনিক আরবী সাহিত্যে কবি আহমাদ শাওকী এক বিস্ময়কর প্রতিভা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। কেননা তিনি আধুনিক আরবী কাব্যের পঞ্চস্তম্ভ অর্থাৎ মাহমূদ সামী আল-বারূদী, ইসমাঈল সারবী, আহমাদ শাওকী, হাফিয ইব্রাহিম ও খলীল মুতরান এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তিনি আরবী কাব্যে অভিনব ধারার নাট্য কবিতাও সংযোজন করেন। তাঁর লেখনীর ভাষা অত্যন্ত সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল। তাঁর কবিতার ছন্দ ও সুরের অপূর্ব লালিত্য সমকালীন অন্যান্য কবিদের তুলনায় অনেকখানি মনোমুগ্ধকর ও শ্রুতিমধুর। তিনি তাঁর কবিতায় বিভিন্ন নতুন উপমা ও রূপকালঙ্কার দ্বারা শোভা বর্ধন করেছেন।[২৫] কবি আহমাদ শাওকী ছিলেন মাজলুম জনগোষ্ঠীর কবি। তিনি মিসরের অধিকারহারা নির্যাতিত মানুষকে স্বাধিকার আন্দোলনে যুক্ত করেছিলেন। তিনি জনগণের আশা-আকাঙ্খার অনুকূলে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থা তুলে ধরেন। রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর বিভেদ স্বাধিকার আন্দোলনকে যে ক্ষতিগ্রস্থ করছে রাজনীতিবিদগণ তা উপলব্ধি করতে পারছে না। তিনি সকল প্রকার মতানৈক্য ও বিভেদ ভুলে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন,

الأم الخِلَافُ بَيْنَكُمْ؟ إِلَا ما ؟ * وَهٰذِهِ ٱلضَّجَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ عَلَامَ؟
وَفِيمَ يَكِيدُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ * وَتُبْدُونَ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْخِصَامَا؟
وَلِيْنَا ٱلْأَمْرَ حِزْبًا بَعْدَ حِزْبٍ،* فَلَمْ نَكُ مُصْلِحِينَ وَلَا كِرَامَا؟[২৬]

'কতদিন পর্যন্ত তোমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়ায় লিপ্ত থাকবে? আর কতদিন পর্যন্ত? আর তোমরা কোন বিষয়কে নিয়ে এতবেশী হৈ চৈ করতেছ? কোন কারণে তোমরা নিজেরা একে অপরের জন্য ষড়যন্ত্র তৈরী করছ এবং কিসের জন্য তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ প্রকাশ করছ? আমরা এক দলের পর আরেক দল ক্ষমতার সিংহাসনে সমাসীন হয়েছি; তবে আমরা কেউ দেশের শুভাকাংখী ছিলাম না এবং উদার ছিলাম না।'

আহমাদ শাওকীর কাব্য প্রতিভা সর্বব্যাপি ছিল। তিনি কবিতার গঠন সৌকর্যে সুর ও ছন্দের চেয়ে বর্ণনার পরিচর্যাকে অধিকতর স্থান দিয়েছেন। ফলে কবিতায় তার পারিপার্শ্বিক জীবন আশ্চর্য দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। বর্ণনায় নাটকীয় সংযোগ ও তার অপর এক কীর্তি। তাঁর রচিত دول العرب وعظماء الإسلام কবিতায় এর বিচিত্র নিদর্শন বিদ্যমান। তিনি কবিতায় নতুন নতুন ছন্দ, নতুন ভাবধারা এবং যুগ ও সময়ের চাহিদা অনুযায়ী নিত্য নতুন বিষয়বস্তুর অবতারণা করেছেন; যাতে কবি আহমাদ শাওকীর বিস্ময়কর প্রতিভা ফুটে উঠেছে।[২৭]

শাওকীর কবিতায় ইসলামী মূল্যবোধের সূর ধ্বনিত হয়েছে। ব্যক্তি জীবনের এ মূল্যবোধকে কঠোরভাবে লালন করতেন। রাসূলের প্রতি তাঁর ছিল গভীর ভালোবাসা। যেটার প্রতিধ্বনি হয়েছে তাঁর বিভিন্ন কবিতায়। তিনি রাসূল সা. এর প্রশংসা করে نهج البردة ও الهمزة النبوية শীর্ষক কবিতা রচনা করেন। এটি তিনি قصيدة এর প্রচলিত ধারা অনুযায়ী প্রণয়সূচক প্রস্তাবনা যোগে শুরু করেছেন। যেখানে মহানবী সা. এর জন্মকালীন সময়ের অলৌকিক ঘটনাবলী মিরাজ, হিজরত, জিহাদ ও চারিত্রের বিভিন্ন মাধুর্য কবিতায় ফুটে উঠেছে। তাছাড়া রাসূল সা. এর প্রশংসায় 'যিকরাল মাওলিদ' ও 'যিকরাল মাওলিদ আল বাইয়্যা নামে তাঁর আরো দুটি প্রশস্তিগাথা রয়েছে। কাব্য প্রতিভা বিকাশে মহানবী সা. এর প্রশংসায় রচিত কাব্য তাকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে গেছে।[২৮] তাঁর সাহিত্যকর্ম নিম্নরূপ:

১.الشوقيات (আশ শাওকিয়্যাত) ২.دول العرب وعظماء الإسلام (দুওলুল 'আরাব ওয়া উযামাউল ইসলাম) ৩.ديوان الأطفال (দীওয়ানুল আতফাল)।

৪. আরবী কাব্য নাটক

আহমাদ শাওকী **১৯২৯-১৯৩২** সালের মধ্যবর্তী সময়ে ৬টি অসাধারণ কাব্যনাটক রচনা করেন। এর মধ্যে ৫টি বিয়োগান্তক (Tragedy) এবং একটি মিলনাত্মক (Comedy)। কাব্য নাটকগুলো হলো, **১. مصرع كليوباترا ২.مجنون ليلى ৩.قمبيز ৪.عنترة ৫.على بك الكبير।** আর একমাত্র মিলনাত্মক (Comedy) কাব্য নাটক হলো, **৬. الست هدى।**

৫. গদ্য সাহিত্য

আহমাদ শাওকী কাব্যের পাশাপাশি গদ্য সাহিত্যেও সফলভাবে বিচরণ করেছেন। তিনি তিনটি উপন্যাস, একটি নাটক ও অসংখ্য সামাজিক প্রবন্ধ রচনা করেন। সেগুলো হলো, **১. لادياس ২. عذراء الهند ৩. ورقة الأس** । তিনি একটি মাত্র নাটক রচনা করেন। আর তাঁর লিখিত সামাজিক প্রবন্ধগুলো أسواق الذهب শিরোনামে ১৯৩২ সালে একটি গ্রন্থের মধ্যে তিনি একত্রিত করেন।[২৯]

আহমাদ শাওকী এর কবিতা: বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পঠন-পাঠন পদ্ধতি বিশ্লেষণ

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সাহিত্য পাঠ কেবলমাত্র সাহিত্যিক উপাদান বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর মাধ্যমে মানবিক চেতনার বিকাশ, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে গভীর উপলব্ধি, ভাষাগত উৎকর্ষতা এবং চিন্তাশীল মননের উন্মেষ ঘটে। সাহিত্য শিক্ষার লক্ষ্য শুধু রসগ্রহণ নয়, বরং তা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নৈতিকতাবোধ, সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সৃজনশীলতা গঠনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এই প্রবন্ধে আমরা বিশ্লেষণ করব বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আহমাদ শাওকীর কবিতা পাঠের উপযুক্ত পদ্ধতি কী হতে পারে। তাঁর কবিতায় নিহিত ঐতিহাসিক চেতনা, নৈতিক শিক্ষা, কাব্যিক নান্দনিকতা এবং ভাষাশৈলীকে কীভাবে পাঠদানে কার্যকরভাবে উপস্থাপন করা যায়, সেই পঠন-পদ্ধতির দিকগুলো নিয়েই হবে আমাদের এই আলোচনার মূল লক্ষ্য। আহমাদ শাওকীর কাব্য পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কেবল সাহিত্যজ্ঞান নয়, বরং সমাজ ও ইতিহাস সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা সম্ভব যা আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১. ঐতিহাসিক পটভূমি বিশ্লেষণমূলক পাঠ

আহমাদ শাওকীর কাব্যজগৎ কেবলমাত্র নান্দনিক রস ও আলঙ্কারিক সৌন্দর্যের বাহক নয়, বরং তা এক জটিল ও গভীর ঐতিহাসিক চেতনার প্রতিফলনও বটে। তাঁর বহু কবিতাই ইসলামি ইতিহাস, আরব সংস্কৃতি এবং মুসলিম উম্মাহর গৌরবোজ্জ্বল অতীতের সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত। শাওকীর কাব্যচর্চা এমন এক দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয় যেখানে ইতিহাস ও সাহিত্য একাকার হয়ে যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষার্থীদের কাছে কেবল সাহিত্য পাঠ নয়, বরং ইতিহাসচেতনার এক বিকল্প দ্বার খুলে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর বিখ্যাত কাসিদা 'نهج البردة' যা ইমাম বুসিরীর 'কসীদাতুল বুরদা'-এর অনুকরণে রচিত প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ স.-এর জীবন, চারিত্রিক মহিমা এবং উম্মতের প্রতি তাঁর অবদানের অনুপম কাব্যিক বর্ণনা। এই কবিতার প্রতিটি স্তবক ইসলামের ইতিহাস, বিশেষ করে নবুয়াতের যুগ, কুরআনিক আখ্যান ও সাহাবায়ে কেরামের ত্যাগ-তিতীক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত। ফলে, যেসব শিক্ষার্থী কাব্যের ঐতিহাসিক পটভূমির সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁদের পক্ষে এই ধরণের কবিতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও গভীরতা উপলব্ধি করা দুরূহ হয়ে পড়ে।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যখন শাওকীর এই ধরণের কবিতা পাঠ করানো হয়, তখন তা শুধু পাঠ্যসাহিত্য হিসেবে নয় বরং একটি সামগ্রিক ইতিহাস-সাহিত্য বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে পড়ানো উচিত। কবিতার কাব্যিক বিশ্লেষণের পূর্বে প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সময়ের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট ছাত্রদের নিকট পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করা। উদাহরণস্বরূপ نهج البردة পাঠের আগে নবী করীম স.-এর জীবন, মক্কা ও মদিনার পরিবেশ, ইসলামের প্রাথমিক যুগের সংগ্রাম ও বিজয় এবং বুসিরীর মূল কবিতার ভাবধারা নিয়ে একটি আলোচনামূলক পাঠ গ্রহণ করা যেতে পারে। এইরূপ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে গভীর বোধের জন্ম দেয় এবং কবিতাকে শুধু শব্দের সমষ্টি নয়, বরং একটি প্রেরণামূলক ও চিন্তাশীল শিল্পরূপে অনুধাবনের সুযোগ করে দেয়। এতে করে সাহিত্য পাঠ একটি জীবন্ত, চিন্তনসমৃদ্ধ ও নৈতিক উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ডে রূপ নেয়। অতএব, আহমাদ শাওকীর কবিতা পাঠের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও সামাজিক পটভূমির বিশ্লেষণ শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এটি কেবল পাঠ্য উপকরণের যথার্থ অনুধাবনই নিশ্চিত করে না, বরং শিক্ষার্থীদের ইতিহাস-সচেতন ও মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

لَمَّا رَآهُ بَحِيرا قَالَ نَعْرِفُهُ * بِمَا حَفِظْنَا مِنَ الأَسْمَاءِ وَالِّيَمِ

سَائِلْ حِرَاءَ وَرُوحَ الْقُدْسِ هَلْ عَلِمَا * مَصُونَ سِرٍّ عَنِ الْإِدْرَاكِ مُنْكَتِمِ[৩০]

'যখন বুহাইরা তাঁকে (নবীজিকে) দেখলেন, বললেন: আমরা তাঁকে চিনে নিয়েছি- নাম ও নিদর্শন যা আমরা পূর্ব থেকে জেনে রেখেছি, তার ভিত্তিতে। তুমি হেরা গুহাকে জিজ্ঞেস করো, আর রূহুল কুদসকে (জিবরাঈল)- তারা কি জানে সেই সংরক্ষিত রহস্য, যা বোধের গণ্ডির বাইরে, গোপন ও অতীন্দ্রয়?'

ঐতিহাসিক পটভূমি

১নং পংক্তি-তে উল্লেখ আছে বুহাইরা নামক একজন খ্রিষ্টান সাধু সম্পর্কে, যিনি সিরিয়ার বসরায় ছিলেন। ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, নবী মুহাম্মাদ সা. যখন শিশুকালে চাচা আবু তালিবের সঙ্গে ব্যবসায়িক সফরে সিরিয়ায় গিয়েছিলেন, তখন বসরার কাছে এই সাধু বুহাইরা তাঁকে দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন- এই বালক ভবিষ্যতে নবী হবেন। তিনি তাঁর ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত নাম, নিদর্শন (সীমা) ও লৌকিক চিহ্নের সঙ্গে মিলিয়ে নবীজিকে চিনে ফেলেছিলেন।

২ং পংক্তি- তে কবি হেরা গুহাও রূহুল কুদস (জিবরাঈল আ.)-এর উল্লেখ করেছেন। হেরা গুহাই সেই স্থান, যেখানে নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর সর্বপ্রথম ওহি নাযিল হয়। জিবরাঈল (আ.) হলেন সে ফেরেশতা যিনি নবীজিকে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিতেন। এখানে কবি বোঝাতে চেয়েছেন, নবীজির নবুয়তের বিষয়টি ছিল অতীন্দ্রিয়, গভীর এক গোপনীয়তা যা কেবল ঐশী জ্ঞানেই জানা যায়- এমনকি হেরা গুহা বা রূহুল কুদসকেও এ বিষয়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে।

২. ভাষাশৈলী ও অলংকার বিশ্লেষণ

আহমাদ শাওকীর কবিতা শুধু ভাবসম্পন্ন নয়, বরং তা ভাষার শৈল্পিকতা, অলংকার প্রয়োগ এবং শব্দ নির্মাণের দিক থেকেও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। তাঁর কাব্যভাষা এমনভাবে গঠিত, যেখানে শব্দ হয়ে ওঠে জীবন্ত, ছন্দে থাকে সংগীত এবং প্রতিটি চিত্রকল্প শিক্ষার্থীদের মনে এক অনুপম অনুভব জাগিয়ে তোলে। শাওকীর ভাষাশৈলী আরবী কবিতার ঐতিহ্যগত সৌন্দর্যকে আধুনিক ভাবনায় রূপান্তর করে। তাঁর রচনায় উপমা, রূপক, চিত্রকল্প, প্রতীক, ধ্বনিমাধুর্য এবং ছন্দের ব্যবহার এতটাই নিপূণ যে পাঠক শুধু কাব্যের বিষয়বস্তু উপভোগ করেন না, বরং ভাষার অন্তর্নিহিত সংগীত ও নান্দনিকতাও অনুভব করতে পারেন। বিশেষ করে তাঁর কাব্যে البلاغة (অলংকারবিদ্যা) এবং العَروض (ছন্দবিদ্যা)-এর চমৎকার প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। البلاغة-এর অন্তর্গত বর্ণনাশৈলী, অতিশয়োক্তি (مبالغة), উপমা (تشبيه), রূপক (استعارة), প্রতীক (رمز) ইত্যাদি অলংকারের যথাযথ প্রয়োগ শিক্ষার্থীদের কাব্যিক বিশ্লেষণে সহায়তা করে। অপরদিকে العَروض-এর নিয়ম মেনে গঠিত তাঁর ছন্দময় শেরগুলো পাঠ করতে করতে শিক্ষার্থীরা ধ্বনির গতিবিধি, ছন্দের বিন্যাস এবং আবৃত্তির নান্দনিকতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। শাওকীর কবিতার পাঠকে যদি البلاغة ও العروض-এর পাঠের সঙ্গে সমন্বিতভাবে উপস্থাপন করা যায়, তাহলে শিক্ষার্থীরা আরবী ভাষার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও শৈল্পিক প্রকাশরীতির গভীর তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারবে। এতে তাদের সাহিত্য বিশ্লেষণের ক্ষমতা যেমন বাড়বে, তেমনি কবিতা পাঠের প্রতি একটি সচেতন, মননশীল ও নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গিও গড়ে উঠবে। উদাহরণস্বরূপ نهج البردة কবিতায় আমরা দেখতে পাই নবী করীম স.-এর প্রশংসা করতে গিয়ে শাওকী এমন সব চিত্রকল্প ও উপমা ব্যবহার করেছেন, যা البلاغة-র দৃষ্টিকোণ থেকে চূড়ান্ত পর্যায়ের কাব্যিক পরিপক্বতার নিদর্শন। একইসঙ্গে এই কবিতায় ব্যবহৃত ছন্দ শিক্ষার্থীদের জন্য ছন্দ পাঠের একটি বাস্তব উদাহরণ হিসেবে কাজ করে। কবির ভাষায়:

يَا ربِّ صَلِّ وَسَلِّم ما أَرَدْتَ * عَلى نَزيلِ عَرْشِكَ خَيرِ الرُسْلِ كُلِّهِمِ

مُحْيِي اللَيالِي صَلاةً لاَ يُقَطِّعُها * إِلَّا بِدَمْعِ مِنَ الإِشْفَاقِ مُنْسَجِمِ[৩১]

'হে প্রভু, প্রেরণ করো শান্তি ও বরকত যেভাবে তুমি ইচ্ছা করো। তোমার সিংহাসনের অধিবাসী সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের উপর, যিনি সকল নবীর মাঝে শ্রেষ্ঠ। যিনি রাত জেগে নামাজ আদায় করেন, যা একটুও থামে না। শুধু করুণা ও দয়া-বিহ্বল চোখের অশ্রু দ্বারা যা সুরের মতো মিলেমিশে ঝরে পড়ে।'

বিশ্লেষণ

استعارة (রূপক)

نزيل عرشك এখানে রাসূল সা.-কে সিংহাসনের অধিবাসী হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়েছে, যা সম্মান, মর্যাদা ও নিকটতা বোঝাতে রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

تكرار (পুনরাবৃত্তি)

صل وسلم এই বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তি কবিতার ছন্দময়তা ও আবেগময়তা বৃদ্ধি করেছে, একই সাথে প্রার্থনার গুরুত্বও প্রকাশ পেয়েছে।

تشبيه (উপমা)

নামাজের অবিচ্ছিন্নতা অশ্রুর ধারার সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা উপমা হিসেবে গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও নিবেদনকে নির্দেশ করে। অতএব, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আহমাদ শাওকীর কবিতা পাঠ কেবল বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ না রেখে, ভাষাশৈলী ও অলংকারবিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ করানো উচিত। এটি শিক্ষার্থীদের কেবল একজন পাঠক হিসেবে নয়, বরং একজন বিশ্লেষক, ভাষাবিদ ও সাহিত্যবোদ্ধা হিসেবে গড়ে তুলবে।

৩. অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ পাঠ: শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত ভাব উপলব্ধির সহায়ক পদ্ধতি

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আরবী ভাষা ও সাহিত্য পাঠ্যক্রমের অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো কাব্যিক স্তরের পাঠ ও তার অর্থবোধ। যদিও অনেক শিক্ষার্থী মৌলিক আরবী ভাষাজ্ঞান ও ব্যাকরণে পারদর্শী, তবুও কাব্যভাষার রূপকাশ্রিত প্রকাশভঙ্গি, অলংকারিক গঠন ও ধ্বনিগত সৌন্দর্য বুঝে ওঠা তাদের জন্য সহজ নয়। বিশেষ করে আধুনিক ও ক্লাসিক্যাল কাব্যশৈলীর মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে, তা না জানলে শিক্ষার্থীরা অনেক সময় কবিতার গভীর ভাব ও অর্থ অনুধাবনে ব্যর্থ হয়। এই সমস্যার কার্যকর সমাধান হতে পারে অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ পাঠ। কবিতার পংক্তি ধরে ধরে তার শব্দার্থ, বাক্যগঠন, অলংকার এবং প্রেক্ষাপটসহ অনুবাদ করলে শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ প্রক্রিয়া সহজ ও আকর্ষণীয় হয়। অনুবাদকে শুধু শব্দান্তরের অনুশীলন না ভেবে, একটি ব্যাখ্যামূলক বিশ্লেষণাত্মক টুল হিসেবে ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীরা কবিতার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিও অনুধাবন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আহমাদ শাওকীর কবিতায় ব্যবহৃত রূপক, উপমা কিংবা প্রতীক অনুবাদ করার সময় শিক্ষকের উচিত এসব চিত্রকল্পের সাংস্কৃতিক-ইতিহাসগত ব্যাখ্যা তুলে ধরা। সরল অনুবাদের মাধ্যমে হয়তো শিক্ষার্থীরা অর্থ পাবে, কিন্তু গভীর ব্যাখ্যার মাধ্যমে তারা বুঝবে এর পেছনের ভাবগত তাৎপর্য কী। কবির ভাষায়:

يا نَاعِسَ الطَرْفِ لا ذُقْتَ الهوَى أبدًا * أَسْهَرْتَ مُضْنَاكَ فِي حِفْظِ الهوَى فَنَمِ

أَفْدِيْكَ إلفًا ولا آلُو الخَيَالَ فِدًى * أَغْرَاكَ بِالُبخْلِ مَن أَغْرَاهُ بِالكَرَمِ[৩২]

'হে নিদ্রাচ্ছন্ন চোখের অধিকারী! তুমি তো কখনো প্রেমের আস্বাদ পাওনি, তবুও তুমি তোমার প্রেমাসক্তকে জাগিয়ে রেখেছো প্রেম পাহারা দিতে, তাহলে এবার তুমি ঘুমাও! আমি তোমার প্রিয়জনকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি, এমনকি কল্পনাকেও ত্যাগ করতে দ্বিধা করি না, তোমাকে কার্পণ্যে উৎসাহী করেছে সেই, যাকে দানশীলতা শিখিয়েছিল!'

বিশ্লেষণ

يا ناعس الطرف এখানে নিদ্রাচ্ছন্ন চোখের অধিকারী বলা হয়েছে এক প্রিয়জনকে। এটি প্রেমের সাহিত্যিক প্রতীক, যেখানে প্রেমিকার অলস বা তন্দ্রাচ্ছন্ন দৃষ্টিকে একটি রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

لا دقت الهوى ابدا তুমি কখনো প্রেমের স্বাদ পাওনি। এখানে প্রেমের অজ্ঞতা বোঝানো হচ্ছে। যার চোখ নিদ্রাচ্ছন্ন, সে প্রেমের গভীর ব্যথা অনুবব করেনি- এমন বক্তব্য রয়েছে।

أسهرت مضناك তুমি তোমার প্রেমাসক্তকে জাগিয়ে রেখেছো। এটি প্রেমিকের কষ্টের কথা বলছে, যে তার প্রেমিকার কারণে রাতভর নিদ্রাহীন থাকে। এভাবেই অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ পাঠ করে এর অন্তর্নিহিত ভাব বুঝতে হবে।

এই অনুবাদভিত্তিক পাঠ পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের শুধু ভাষাগত দক্ষতা নয়, বরং কাব্যিক চিন্তা, রূপক বিশ্লেষণ এবং সাহিত্যবোধের দিক থেকেও সমৃদ্ধ করে। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ অনুশীলনের প্রতি আগ্রহ বাড়ে এবং তারা আরও মনোযোগ সহকারে কবিতার স্তরভেদ বিশ্লেষণে উৎসাহী হয়।

৪. শাওকীর কবিতায় নৈতিক শিক্ষা: মূল্যবোধের প্রেরণার উৎস

আহমাদ শাওকীর কবিতা শুধু ভাষার শিল্প ও কাব্যশৈলীর উৎকর্ষের প্রতীক নয়, বরং তা নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের জীবন্ত কণ্ঠস্বর। তাঁর রচনায় সততা, দায়িত্ববোধ, শিষ্টাচার, দেশপ্রেম, মানবসেবার চেতনা এবং সামাজিক ঐক্যের প্রতি গভীর উৎসর্গ স্পষ্টত প্রকাশ পায়। এই নৈতিক শিক্ষাগুলো তাঁর কবিতাকে শুধু একটি সাহিত্যকর্ম হিসেবে সীমাবদ্ধ রাখে না, বরং তা মানবিক আদর্শ ও জীবনমূল্য প্রচারের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এসব নৈতিক মূল্যবোধের জাগরণ ঘটাতে শিক্ষকরা বিভিন্ন শিক্ষণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে পারেন। যেমন, শিক্ষার্থীদের কবিতার বিভিন্ন পংক্তি বিশ্লেষণ করে তাতে নৈতিক উপদেশ ও আদর্শগুলো খুঁজে বের করার নির্দেশ দেয়া। এতে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবস্তু ও বাস্তব জীবনের মধ্যকার গভীর সংযোগ উপলব্ধি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, শাওকীর 'নবীর প্রশংসা' বা 'দেশের প্রতি ভালোবাসা' বিষয়ক কবিতাগুলোতে দেশপ্রেম ও দায়বদ্ধতার যে বার্তা নিহিত আছে তা শিক্ষার্থীদের মাঝে জাতীয় চেতনাকে জাগ্রত করে। কবির ভাষায়,

صَلاْحُ أَمرِكَ لِلأَخْلَاقِ مَرْجِعُهُ * فَقَوِّمِ النَّفْسَ بالأَخْلاَقِ تَسْتَقِمِ

وَ النَفْسُ مِنْ خَيْرِهَا فِي خَيْرِ عَا فِيَةٍ * وَ النَفْسُ مِنْ شَرِّ فِي مَرْتَعٍ وَخِمٍ[৩৩]

'তোমার কাজের সঠিকতা নৈতিক চরিত্রেই নির্ভরশীল। তাই আত্মাকে শোধরাও নৈতিক গুণের মাধ্যমে, তাহলেই সে সোজা পথে চলবে।'

বিশ্লেষণ

এই পংক্তিতে শাওকী সরাসরি নৈতিক চরিত্র ও আত্মশুদ্ধি-র কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন, কোনো ব্যক্তির কাজ বা জীবনের সফলতা কেবল বাহ্যিক দক্ষতা বা শক্তির ওপর নির্ভর করে না, বরং নৈতিকতা-ই তার প্রকৃত ভিত্তি। এ ধরণের পাঠ-চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শুধু কবিতার সৌন্দর্য উপভোগই করবে না, বরং জীবনের নৈতিক জটিলতাগুলো চিন্তা ও মূল্যায়ন করতে শিখবে। এটি তাদের ব্যক্তিত্বের গঠন ও সামাজিক দায়িত্ববোধের বিকাশে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

৫. সৃজনশীলতা চর্চা

আহমাদ শাওকীর কবিতা তার ছন্দবদ্ধ গঠন, সমৃদ্ধ ভাষাশৈলী এবং শৈল্পিক অলংকারের কারণে আধুনিক আরবী কাব্যধারায় বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। তাঁর কবিতা শিক্ষার্থীদের জন্য শুধু পাঠ্যসাহিত্য নয়, বরং একটি অনুপ্রেরণা ও রূপকে প্রকাশের অনন্য মাধ্যম। তাই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তাঁর কবিতার ছন্দ ও ভাষাশৈলী অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশের সুযোগ করে দেয়া এক গুরুত্বপূর্ণ পাঠক্রমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত। শিক্ষকদের উচিত শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট ছন্দবদ্ধ কবিতা রচনার জন্য উৎসাহিত করা। এতে তারা শুধু আরবী ভাষার গঠনগত নিয়মাবলী অনুশীলন করবে। তাছাড়া শাওকীর ব্যবহারকৃত অলংকার, উপমা ও ছন্দের সৃজনশীল প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের সাহিত্যিক সক্ষমতাও উন্নত করতে পারবে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাব্যিক চিন্তা ও শিল্পসৃষ্টির প্রতি গভীর আগ্রহ জাগ্রত হবে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষার্থীরা শাওকীর কবিতার একটি নির্দিষ্ট ছন্দ যেমন بحر الكامل বা بحر الطويل অনুসরণ করে নিজস্ব কবিতা রচনা করতে পারে। যা তাদের ছন্দবিদ্যার দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। একই সঙ্গে শাওকীর রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার অনুকরণ করে নতুন ভাব ও বিষয়বস্তু ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে তাদের ভাবপ্রকাশের পরিধি সম্প্রসারিত হবে। কবির ভাষায়,

رُزِقتَ أَسمحَ ما في الناس من خُلقٍ * إذا رُزِقتَ التماسَ العُذرِ في الشِّيَمِ

يَا لَائِمي فِي هَواهُ وَالهَوى قَدَرٌ * لَوْ شَفَّكَ الوَجْدُ لَمْ تَعْذِلْ وَلَمْ تَلُمِ [৩৪]

‘তোমাকে দেয়া হয়েছে মানুষের মাঝে সর্বোচ্চ উদার চরিত্র, যখন তোমার গুণে মিশে থাকে ক্ষমার সন্ধান।
হে আমার তিরস্কারকারী! যার প্রেমে তুমি আবদ্ধ, তা নিয়তির খেলা। যদি তুমি প্রেমিকের বেদনাকে অনুভব করতে পারতে, তুমি তিরস্কার করতে পারতে না, দোষ দিতেও পারতে না।’

বিশ্লেষণ

শাওকী মানবজীবনের মৌল বিষয় নৈতিকতা, ক্ষমাশীলতা ও প্রেমকে অত্যন্ত গভীরতা ও অন্তদৃষ্টির মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। এটি চিন্তাশীল কাব্যচর্চার অনুশীলনকে উদ্বুদ্ধ করে। প্রেমিকের যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতা, সমাজের তিরস্কার ও হৃদয়ের ভাষা এসব বাস্তব উপাদান কাব্যিক শিল্পরূপ পেয়েছে। এর ফলে একজন শিক্ষার্থী শিখতে পারে কীভাবে বাস্তবতা থেকে সাহিত্যিক রূপ সৃষ্টি করা যায়। আহমদ শাওকী ছন্দোময় আরবি ভাষায় শব্দ নির্বাচন ও বিন্যাসের মাধ্যমে মাধুর্য সৃষ্টি করেছেন। শিক্ষার্থীরা এখান থেকে ছন্দ রচনা ও শব্দ সংযোজনের শৈল্পিক কৌশল রপ্ত করতে পারে।

এই সৃজনশীল অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভাষার কেবলমাত্র পাঠক নয়, বরং একজন সৃষ্টিশীল কবি হিসেবেও নিজেকে আবিষ্কার করবে, যা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাদের আত্মবিশ্বাস এবং উৎসাহকে বহুগুণ বাড়াবে। দীর্ঘমেয়াদে এটি তাদের সাহিত্যচর্চার একটি শক্ত ভিত্তি গড়ে দিতে সহায়ক হবে। সুতরাং আহমাদ শাওকীর কবিতাকে কেন্দ্র করে সৃজনশীলতা চর্চা ও কবিতা রচনা অনুশীলন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের ভাষাগত দক্ষতা ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য একটি মাধ্যম।

৬. তুলনামূলক সাহিত্য বিশ্লেষণ

আহমাদ শাওকীর কবিতা শুধু আরবী সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন নয়, বরং এটি বৈশ্বিক সাহিত্যচর্চার সঙ্গে একটি গভীর সংযোগ স্থাপন করে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রধান প্রতিভা যেমন উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের রচনা ও কাব্যের সঙ্গে তুলনা করলে শিক্ষার্থীরা সাহিত্যের বৈশ্বিক ধারা ও প্রবণতা সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা লাভ করবে। তুলনামূলক সাহিত্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা দেখতে পারে কীভাবে শাওকীর কবিতায় আরবী ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক চিন্তার সংমিশ্রণ ঘটেছে। পাশ্চাত্য কবিদের সঙ্গে তুলনায় যেমন শেক্সপিয়ারের নাটকীয় কাব্যধারা ও মানবিক আবেগের বহুমাত্রিক প্রকাশ, তেমনি শাওকীর কবিতায় ঐতিহ্য, নৈতিকতা ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের সূক্ষ্ম নিদর্শন লক্ষণীয়।

এই ধরণের তুলনামূলক পাঠ শিক্ষার্থীদের সাহিত্যিক বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও সাংস্কৃতিক বোধ বৃদ্ধি করে, পাশাপাশি তাদেরকে একটি ব্যাপক ও অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ সাহিত্য জগতের অংশ হতে সাহায্য করবে। এতে আরবী সাহিত্যের স্থান ও গুরুত্ব শুধু নিজস্ব ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং বিশ্বসাহিত্যের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বুঝে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি হবে। অতএব, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আহমাদ শাওকীর কবিতাকে অন্যান্য আরবী ও পাশ্চাত্য কবিদের সঙ্গে তুলনা করে পাঠদান শিক্ষার্থীদের পাঠ্যচর্চায় গভীরতা ও ব্যাপ্তি যুক্ত করার জন্য অত্যন্ত কার্যকর পদ্ধতি।

৭. গবেষণা ও উপস্থাপনামূলক পাঠচর্চা

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সাহিত্য শিক্ষার লক্ষ্য শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জনেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণ ধর্মী চিন্তাশীলতা, সৃজনশীলতা এবং দক্ষ উপস্থাপনা ক্ষমতা গড়ে তোলাও বটে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণা ভিত্তিক পাঠচর্চা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। আহমাদ শাওকীর কবিতা ও তাঁর সাহিত্যকর্ম নিয়ে শিক্ষার্থীদের গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ রচনা করানো তাদের ভাবনা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। গবেষণায় শিক্ষার্থীরা কেবল কবিতার শব্দার্থ নয়, বরং ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত এবং নৈতিক দিকগুলোও গভীরভাবে অনুধাবন করে। পাশাপাশি শ্রেণিকক্ষে তাদের উপস্থাপনা কার্যক্রম যেমন সেমিনার, আলোচনা সভা বা পেপার রিডিং আয়োজন করলে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেকে প্রকাশের সুযোগ পায়, যা আত্মবিশ্বাস ও প্রেজেন্টেশন স্কিল উন্নয়নে অত্যন্ত সহায়ক।

এই গবেষণা ও উপস্থাপনামূলক পাঠচর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করবে। তাছাড়া তথ্য সংগ্রহ, সমালোচনামূলক চিন্তা ও ভাষা দক্ষতার সঙ্গে তাদের বিশ্লেষণ উপস্থাপনের সামর্থ্যও প্রকাশ পাবে। ফলে, শিক্ষাজীবনের পাশাপাশি পেশাগত ও সামাজিক জীবনে তাদের সফলতার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। অতএব, আহমাদ শাওকীর কবিতার পাঠকে গবেষণা ও উপস্থাপনামূলক কার্যক্রমের সঙ্গে সংযুক্ত করলে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক শিক্ষাগত বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব।

উপসংহার

আহমাদ শাওকী আধুনিক আরবী কবিতার এক ধ্রুবতারা, যিনি ভাষার অলংকার, ছন্দ ও চিন্তার সৌকর্যে এক নবদিগন্ত উন্মোচন করেছেন। তাঁর কবিতা নিছক শিল্পানুশীলন নয়, বরং ইতিহাস, ঐতিহ্য, নৈতিকতা ও মানবিক চেতনাকে একসূত্রে গেঁথে তোলার এক মহত্তম প্রয়াস। শাওকীর কাব্যে যেমন পাওয়া যায় বুলবুলের গান, তেমনি শোনা যায় উম্মাহর আত্মার ধ্বনি যা একাধারে ধর্মীয়, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের আহ্বান। তাঁর কবিতায় প্রভৃতি নিদর্শন যেমন ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক আবহে অনন্য, তেমনি সাহিত্যিক কারুকাজে সুসজ্জিত। ভাষার ভাঁজে ভাঁজে ফুটে ওঠে গভীর ব্যঞ্জনা, কাব্যিক লাবণ্য ও চিন্তার ঔজ্জ্বল্য। অলঙ্কারশাস্ত্র ও ছন্দের নিখুঁত ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেন যে কবিতা কেবল আবেগের বাহন নয়, একটি চিন্তাশীল ও সুগঠিত শিল্পমাধ্যম। এই বিশ্লেষণের আলোকে নিঃসন্দেহে বলা যায়, আহমাদ শাওকী আরবী কবিতার এক নবযুগের অগ্রদূত ছিলেন। তাঁর কাব্যচিন্তা, শৈল্পিক কৌশল ও মানবিক দর্শন আরবী সাহিত্যের গৌরবময় উত্তরাধিকার, যা বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিতে এক অনন্য উচ্চতা অধিকার করে আছে। তাঁর কাব্য বিশ্ব বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের জন্যও হতে পারে এক নব অনুপ্রেরণার উৎস, যেখানে সৌন্দর্য, গভীরতা ও আদর্শের এক মহামিলন ঘটে।

তথ্যনির্দেশ

১ 'উমার রিযা কাহ্হালা, *মু'জামুল মুয়াল্লিফীন*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ১৫৩; খায়রুদ্দীন আয যিরাকলী, *আল আ'লাম*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল ইলম লিল মালাঈন, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১৩৬; বুতরুস আল বুস্তানী, *উদাবাউল 'আরাব*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল জীল, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ২৭৩।

২ ড. আহমাদ আলী, *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড (চট্টগ্রাম: আল-'আকিব প্রকাশনী, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১৬৬।

৩ হান্না আল-ফাখূরী, *আল মু'জায ফীল আদাবিল 'আরাবী ওয়া তারীখুহু*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: দারুল জীল, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ৪৮৬।

৪ আহমাদ আল-ইস্কান্দারী গং, *আল মুফাসসাল ফী তারীখিল আদাবিল 'আরাবী*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারু ইহয়াউল 'উলূম, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৫৭০।

৫ ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী আল-মু'আছির ফী মিসর* (মিসর: দারুল মা'আরিফাহ, ১৯৭৪ খ্রি.), পৃ. ১১০।

৬ *তদেব*।

৭ হান্না আল-ফাখূরী, *আল-জামি' ফী তারীখিল আদাবিল 'আরাবী ওয়া তারীখুহু*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮৬।

৮ আহমাদ কাব্বিশ, *তারীখুশ শি'রুল 'আরাবী আল-হাদীছ* (বৈরূত: দারুল জীল, তা.বি.), পৃ. ৭৪।

৯ *আধুনিক আরবী কাব্য কণিকা*, পৃ. ৩২।

১০ আহমাদ হাসান আয যাইয়াত, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী* (বৈরূত দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৫০০।

১১ হান্না আল ফাখূরী, *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, পৃ. ৯৭৩; *আহমাদ হাসান আয যাইয়াত*, পৃ. ৫০০।

১২ ড. শাওকী দায়ফ, *শাওকী শায়িরুল আসরিল হাদীছ* (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৫৩ খ্রি.), পৃ. ১৩।

১৩ আহমাদ কাবিবশ, *তারীখুশ শি'র আল-'আরাবী আল-হাদীছ*, পৃ. ৭৪; ড, শাওকী দায়ফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী আল-মু'আছির ফী মিসর*, পৃ. ১১১।

১৪ *তদেব*, পৃ. ১১১।

১৫ হান্না আল-ফাখূরী, *আল জামি' ফী তারীখিল আদাবিল 'আরাবী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৭; ড. আহমাদ আলী, *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস*, পৃ. ১৬৭।

১৬ ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী আল-মু'আছির ফী মিসর*, পৃ. ১১-১১২; ড. আহমাদ আলী, *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস*, পৃ. ১৬৮।

১৭ হান্না আল-ফাখূরী, *আল জামি' ফী তারীখিল আদাবিল 'আরাবী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৮; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরব মণীষা*, পৃ. ৮৩।

[১৮] ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী আল-মু'আছির ফী মিসর*, পৃ. ১১২; ড. আহমাদ আলী, *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস*, পৃ. ১৬৮।

[১৯] ড. আহমাদ আলী, *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস*, পৃ. ১৬৯; ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, *আরব মণীষী*, পৃ. ৮৩; ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী আল মু'আছির ফী মিসর*, পৃ. ১১৩।

[২০] আহমাদ কাব্বিশ, *তারীখুশ শি'রুল 'আরাবী আল হাদীছ*, পৃ. ৭৫; হান্না আল-ফাখূরী, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, পৃ. ৯৭৫।

[২১] আহমাদ আলী, *দীওয়ানু হাফিয ইব্রাহিম* (মিসর: আল-হায়াতুল মিসরিয়্যাহ আল 'আম্মা লিল কুত্তাব, ১৯৩৮ খ্রি.), পৃ. ২৪৩।

[২২] মুহাম্মাদ ইউসুফ কোকেন, *আ'লামুন নাছর ওয়াশ শি'র ফিল আসরিল 'আরাবী আল-হাদীছ*, ১ম খণ্ড (মাদ্রাজ: হাফিযা হাউজ, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ২৮০; ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, *আরব মণীষা*, পৃ. ৮৪।

[২৩] আহমাদ শাওকী, *আশ শাওকিয়াত*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ২২৪।

[২৪] ড. আহমাদ আলী, *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৫।

[২৫] ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী আল-মু'আছির ফী মিসর*, পৃ. ১১৪।

[২৬] আহমাদ শাওকী, *আশ শাওকিয়াত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৪।

[২৭] মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল, *মুকাদ্দামাতুশ শাওকিয়াত* (বৈরূত: দারুল কিতাবিল 'আরাবী, তা.বি.), পৃ. ৫-৬।

[২৮] ড. আহমাদ আল হুফী, *আল-ইসলামু ফী শি'রি শাওকী* (কায়রো: দারুল জীল, ১৯৭২ খ্রি.), পৃ. ৮৩।

[২৯] হান্না আল ফাখূরী, *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, পৃ. ৯৭৬-৯৭৭; ড. আহমাদ আলী, *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস*, পৃ. ১৭১।

[৩০] আহমাদ শাওকী, *আশ শাওকিয়্যাত* (বৈরূত: মু'আসসাসাতু হিন্দাভী, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ২২৪।

[৩১] আহমাদ শাওকী, *আশ শাওকিয়্যাত*, পৃ. ২৪৬।

[৩২] *তদেব*, পৃ. ২৩০।

[৩৩] *তদেব*, পৃ. ২২৩।

[৩৪] *তদেব*, পৃ. ২২৯।